বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা : সচেতনতা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সমীক্ষা

ড. ফিরোজা ইয়াসমীন*
সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান**

Linguistics is an ancient branch of knowledge and in modern world linguistics is also a well-known subject of study. In the land of Bangladesh during the second decade of the twentieth century linguistics began its journey as an independent branch of study. Unfortunately, over the last one century the progress and development of linguistics as a scientific study of language in our country is not satisfying. This paper intends to present the result of a survey study to demonstrate the awareness of linguistics in this land. The result shows that regarding linguistics peoples' level of awareness is very low which is indeed a problem in this regard. The paper ends with several recommendations to increase peoples' awareness and to indicate the benefits of practicing linguistics in Bangladesh.

ভাষা মানুষের নিবিড়তম ও সার্বক্ষণিক সঙ্গি। আদিকাল থেকেই মানুষ তাই এই যোগাযোগ-উপায়টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে একে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে ভাষাচিন্তার প্রতি মানুষের সহজাত উৎসাহ ও বুৎপত্তিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো এবং এদেরকে ঘিরে বিকশিত হওয়া বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মমত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ভাষা নিয়ে লৌকিক অলৌকিক নানা ভাবনা সেখানে স্থান হয়েছে, একইসঙ্গে সভ্যতা বিকাশের সূত্রে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাষাচিন্তার একটি দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি। গ্রিক-লাটিন ঘরানা কিংবা ভারতীয় ঘরানার ভাষাদর্শন চর্চার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। ভাষাকে কেবল দর্শনের সীমায় বিচার না করে এর গতিপ্রবাহে বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ নীতি ও বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগে জন্ম নেয় ভাষাবিজ্ঞান[১]। যুক্তিভিত্তিক বর্ণনানুমূলকতা এই জ্ঞানশাখাকে কাল ব্যবধানে করে তোলে অধিকতর শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাময়। আরও বিবিধ শাখা ও পরিসীমায় ভাষাবিজ্ঞান বিস্তৃত হয়ে উঠতে শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়া এখনও চলমান।[২] ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বজনীন চিন্তার মৌল কাঠামোকে আত্মস্থ করে একটি উপনিবেশীয় প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে এসে বাংলাদেশ নামক বর্তমান ভূখণ্ডে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূচনা ঘটে।[৩]

বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চা

বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় সীমিত পরিসরে বাংলা সাহিত্যের আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে এখানে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান শুরু হয়। এক্ষেত্রে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন বৌদ্ধযুগের ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), কালানুক্রমিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিশারদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬৯) এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গণেশ চরণ বসু (১৯০৪-৭৫)। পরবর্তী পর্যায়ে ধ্বনিবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১) এবং ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ। তাঁদের বহুমুখী মননশীলতার একাংশ ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত করেন। দেশে ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকায় এঁদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষার্থে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে গমন করেন এবং ভাষাবিজ্ঞানের নতুনতর জ্ঞান অর্জন ও দেশীয় সীমায় তা প্রয়োগে সচেষ্ট হন। এঁদের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরবর্তী প্রজন্মে যাঁরা ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডক্টর রফিকুল ইসলাম, ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ডক্টর মনিরুজ্জামান, ডক্টর হুমায়ূন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪), ডক্টর বেগম জাহান আরা, ডক্টর রাজীব হুমায়ুন এবং অধ্যাপক দানীউল হক ও অধ্যাপক মনসুর মুসা। এঁদের সকলেই পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান শ্রাস্ত্রে প্রশিক্ষিত এবং অকাল প্রয়াত ডক্টর হুমায়ূন আজাদ ব্যতীত সকলেই ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় সক্রিয়। এ ছাড়া ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম এবং ডক্টর খন্দকার আবদুর রহিম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওই ক্ষেত্রে বিদেশী পণ্ডিতদের পথিকৃৎ ভূমিকা নিয়ে বিদেশে গবেষণা করেছেন এবং তাদের গ্রন্থ বাংলাদেশ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত বর্তমানে বাংলাদেশে যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানচর্চা করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদের সকলেরই এঁরা গুরুস্থানীয়। উল্লিখিত ভাষাবিজ্ঞানী এবং ব্যাকরণবিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বেশ কয়েকজন গবেষক এম ফিল ও পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। লক্ষণীয়, ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর ও সাম্প্রতিকতম জ্ঞান অর্জন করে যেসময়ে তাঁরা দেশে ফিরে এসেছিলেন, সেসময়ে বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার কোনো স্বতন্ত্র ও নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ ছিল না। তাঁদের অর্জিত জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে তথা পৃষ্টপোষকতা করতে তাঁদের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোনো প্রতিষ্ঠানই যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি। কিন্তু এই মেধাবী প্রতিশ্রুতিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় সম্ভবত বাধ্য হয়েই জ্ঞানচর্চার ভিন্নতর শাখায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনোনিবেশ করেন। ফলে, বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার গতি ব্যাহত হয়। এরপর ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগ (বর্তমানে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ) নামে স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হলে তাঁদের অনেকে সরাসরি কেউ-বা পরোক্ষভাবে এই বিভাগের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের অন্য কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ক কোনো স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ফলে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকের অপ্রতুলতা রয়েই গেছে। মূলত, ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ের প্রকৃত গুরুত্ব যথাযথভাবে শনাক্ত না হওয়ায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় ভাষাবিজ্ঞানের অবস্থান এখন পর্যন্ত পেছনের সারিতে।

ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চার প্রয়োজনীয়তা

ভাষাবিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাণ সঞ্চারের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিনিয়ত কোনো না কোনোভাবে মানুষ ভাষিক অভিজ্ঞতা লালন করে। বিবিধ ভাষিক সংহিতার সাহায্যে মানুষ পরস্পরের মধ্যে গড়ে তোলে বহুমাত্রিক সম্পর্ক। বস্তুত, ভাষা প্রয়োগ মানুষিক জীবনধারাকে করে তোলে সহজ ও সুদৃঢ়।[৪] সহজভাবে বলা যায় যে, ভাষা ব্যতীত মানুষের পক্ষে এক মুহূর্তও অতিবাহিত করা সম্ভব নয় এবং ভাষা-ই মানুষের প্রধানতম সংজ্ঞাপন-মাধ্যম।[৫] ভাষার এই অনিবার্য প্রাত্যহিকতা কখনও কখনও মানুষকে ভাষার প্রতি উদাসীন করে তোলে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনায় পরিস্নাত

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে বাংলা ভাষা চর্চা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই উদাসীনতা লক্ষণীয়।[৬] বাংলা এদেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হওয়ায় এর ওপর সকলের দাবি যত বেশি, ভাষাকে সঠিকভাবে লালনের দায়িত্ব তত ব্যাপ্ত নয়। বাংলা ভাষা বাঙালির আবেগের সঙ্গে নিবিড়-সম্পর্কিত হলেও উন্নয়নের অপরিহার্য উপায় নয়। এর বিপরীতে সমাজ-অর্থনীতির মানদণ্ডে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও তার গুণগত মান বরাবরই ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের ভাষাকে সময়োপযোগী মর্যাদা প্রদান সম্ভব না হলে ভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কেননা, রাষ্ট্রভাষা হল কোনো জাতির এগিয়ে চলার প্রধানতম সম্পদ। ভাষা বিষয়ক আধুনিক গবেষণা ও সর্বতোমুখী সচেতনতা মানুষের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটির সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারে। বিশেষত বর্তমানের প্রযুক্তি শাসিত বিশ্বে ভাষাই হয়ে উঠেছে উন্নয়ন ও বিশ্ব রাজনীতির চাবিকাঠি। ভাষা-প্রযুক্তির বিকাশ বর্তমানে শিক্ষিত জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। বিশেষত বাংলাদেশের মতো উন্নয়নপ্রত্যাশী দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্যের অবাধ প্রবাহ প্রতিষ্ঠা এবং সেইসূত্রে কৃষিপ্রধান ও দুর্যোগপ্রধান এই দেশের কৃষি-উন্নয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাষা তথা বাংলা ভাষা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে।[৭] প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, এই সকল উন্নয়ন-সূচকের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কোথায়? খুব সরলভাবে বলা যায় যে, ভাষিক যোগাযোগের পরিকাঠামো সুদৃঢ় হলে তাকে ব্যবহার করে জ্ঞান আহরণ ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন সম্ভব হবে। আর এরই সূত্রে সম্ভব হবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এই কারণেই ভাষিক দক্ষতা অপর সকল উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সক্ষম। মানুষের ভাষিক দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নিবিড় যোগ রয়েছে। ফলে, বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সমৃদ্ধি ব্যতীত কখনোই উল্লিখিত উন্নয়ন বাস্তবায়ন সহজ নয়।

বর্তমানকালে বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন

পূর্বেই নির্দেশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ভাষাবিজ্ঞান চর্চার একমাত্র প্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ। এই বিভাগ থেকে প্রতি শিক্ষাবর্ষে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্ত ও ডিগ্রি অর্জন করে, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তুলনায় তা নগন্য। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সাধারণ শীর্ষস্তর হিসেবে এম এ ডিগ্রিকে নির্ধারণ করে এদেশ ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ণয় করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বিগত তেরো শিক্ষাবর্ষে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম এ ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের একটি পরিসংখ্যান[৮] নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হল :

শিক্ষাবর্ষ	এম এ ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
(১৯৯২-২০০৪)	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১৯৯২-৯৩	২০	১৫	৩৫
১৯৯৩-৯৪	২১	১৯	৪০
১৯৯৪-৯৫	২৯	১৫	৪৪
১৯৯৫-৯৬	০৪	০২	০৬
১৯৯৬-৯৭*	--	--	--
১৯৯৭-৯৮*	--	--	--
১৯৯৮-৯৯*	--	--	--
১৯৯৯-২০০০	০৮	০২	১০
২০০০-২০০১**	--	--	--
২০০১-০২	০২	০৬	০৮
২০০২-০৩	০০	১৩	১৩
২০০৩-০৪	০৫	১২	১৭
২০০৪-০৫	০৫	০৮	১৩
মোট ১৩ বছর	৮৯	৮৪	১৭৩

* তিন বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় কোনো শিক্ষার্থী ছিল না ।

** চার বছর মেয়াদী অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় কোনো শিক্ষার্থী ছিল না ।

সারণি ১: ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনকারীদের পরিসংখ্যান

উল্লেখ্য যে, সমগ্র বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরে ভাষাবিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও উল্লিখিত সারণির অনুরূপ হবে। ভাষাবিজ্ঞানে পদ্ধতিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির এই পরিসংখ্যান কোনোভাবেই সন্তোষজনক নয়। দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তির অভাবে ভাষা কেন্দ্রিক বিভিন্ন উন্নয়ন-উপায়গুলোও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই উন্নয়ন-উপায়গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

ক. বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব পরিকল্পনা, ভাষানীতি প্রণয়ন ও এর বাস্তবয়ন।

খ. আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটিয়ে সময় ও দেশ-উপযোগী ভাষা-পাঠক্রম প্রস্তুত।

গ. প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই দক্ষ ভাষা শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষ (বাংলা ও ইংরেজি) করে তোলা।

ঘ. তথ্য প্রযুক্তিকে বাংলা ভাষাভিত্তিক করে গড়ে তোলা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সুফল তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে ডিজিটাল-বৈষম্য হ্রাস করা।

ঙ. বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় কৃষি উন্নয়নে বিশেষত কৃষকের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় বাংলা ভাষার উপযুক্ত ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চ. দুর্যোগ-ঝুঁকি হ্রাস করতে ভাষা-প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণকে সচেতন করা।

ছ. নারী অধিকার, শিশু অধিকার তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভাষা-প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা।

উপর্যুক্ত উন্নয়ন-উপায়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটো পক্ষ রয়েছে। একদিকে রয়েছেন ভাষা গবেষক ও দেশের নীতি নির্ধারকগণ এবং অপরদিকে রয়েছেন সচেতন জনগোষ্ঠী। আর এই দুই অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবেন দেশের নীতিনির্ধারক মহল। ভাষা গবেষণা ও পরিকল্পনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃজনের প্রথম পদক্ষেপ হল বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাস্তরে ভাষাবিজ্ঞানকে গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা। একইসঙ্গে, ভাষা গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, ভাষা নিয়ে গবেষণা করছে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সকলভাবে সহায়তা প্রদানও বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দেশের সরকারকেই বলিষ্ট ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যুগপৎভাবে, সাধারণ মানুষের কাছেও ভাষা দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও উপযোগিতা তুলে ধরতে হবে। কেননা, যত বেশিসংখ্যক মানুষের মধ্যে ভাষা বিষয়ক সচেতনতা তৈরি হবে, ততই ভাষাভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ জনগোষ্ঠী ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে কতটা সচেতন তা পরিমাপ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাঠ পর্যায়ে একটি গবেষণা সম্পাদনের জন্য দুটি অনুকল্প নির্ধারিত হয়:

অনুকল্প ১: বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা স্বল্প।

অনুকল্প ২: বাংলাদেশে পেশাজীবী মহলে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা রয়েছে।

এই অনুকল্পদ্বয়ের ভিত্তিতেই মাঠ পর্যায়ের এই সমীক্ষা পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক সচেতনতা-সমীক্ষার বিবরণ

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর সচেতনতার মাত্রা অনুধাবনের জন্যই সীমিত অবয়বে যে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়, তার বিবরণ নিচে উপস্থাপিত হল। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। রাজধানী হওয়ায় এ শহরে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশি এবং এ কারণে এ শহর গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ঢাকা শহরের স্নাতক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (এর পর থেকে তথ্যদাতা বলে নির্দেশিত হবে) মধ্যে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা কীরূপ তা নিরূপণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়। এগুলো হল :

১. তথ্যদাতাদের ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান কতটুকু তা জানা।
২. ভাষা শেখায় ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যদাতাদের মত সম্পর্কিত তথ্য উদ্ঘাটন করা।
৩. ভাষা-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তথ্যদাতাদের বক্তব্য বিবেচনা করা।
৪. ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় তথ্য উদ্ঘাটনমূলক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢাকা শহরের স্নাতক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (পেশাজীবী ও শিক্ষার্থী) মধ্যে দৈবচিত নমুনায়ন পদ্ধতিতে পরিচালিত এই গবেষণায় রমনা, ধানমন্ডি ও তেজগাওঁ থানার অধীন এলাকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ও স্নাতকোত্তর পাশ শিক্ষার্থী এবং টেলিকমিউনিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[৯] গবেষণা এলাকার অন্তর্গত সকল স্নাতক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষিত ব্যক্তিকে সমগ্রক এবং প্রতিজনকে বিশ্লেষণের একক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সমগ্রক হতে ৬৪ জন উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন শিক্ষার্থী এবং অবশিষ্ট ৫০ জন ছিলেন পেশাজীবী। উত্তরদাতাদের বয়সসীমা ছিল ২২ বছর থেকে ৬০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে ৪১ জন ছিলেন স্নাতকোত্তর পাশ এবং ২৩ জন ছিলেন স্নাতক পাশ।

গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেবল কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সমন্বয়ে একটি নৈব্যক্তিকধর্মী প্রশ্নমালা তৈরি করে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত মোট ১ মাস কাল তথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যয় করা হয়। সংগৃহীত তথ্য শ্রেণিবদ্ধ ও সারণিবদ্ধ করে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে এবং বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান দ্বারা তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণা সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত সচেতনতার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের প্রাথমিক জ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ধারণা এবং এই জ্ঞানশাখা চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়: ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা, ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক পরিধি এবং ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা। এই তিন মানদণ্ডের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সচেতনতা যাচাই করা হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা

ভাষাবিজ্ঞান শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা Linguistics। ইংরেজি ভাষী জনগোষ্ঠী এর সঙ্গে পরিচিত এবং খুব কম সংখ্যক ইংরেজ বলতে পারেন যে শব্দটি তিনি জীবনে শোনেননি। Linguistics বলতে কী বোঝায় তার একটি সাধারণ ধারণাও ইংরেজ ভাষীদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু কতজন বাঙালি 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত? এরই সূত্রে সাধারণ জনেগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান কতটুকু তা যাচাইয়ের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'ভাষাবিজ্ঞান'- এই শব্দটি তাঁরা জানেন কি না; ভাষাবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা ' Linguistics '

শব্দটি কতজন জানেন এবং ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় তা তাঁরা বোঝেন কিনা। উত্তরদাতাদের সরবরাহকৃত তথ্য সারণি ২ এ উপস্থাপন করা হল :

		ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ			ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা						ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়	
		হ্যাঁ	না	জানা নেই	লিঙ্গুইস্টিক্স	ল্যাঙ্গুইস্টিক্স	ফিলোলোজি	ল্যাঙ্গুয়েজ সাইন্স/ সাইন্স অব ল্যাঙ্গুয়েজ	ভ্রান্ত ধারণা	জানা নেই	হ্যাঁ	না
বয়স	২১-২৫	১১	৬	২	৩	৩	১	০	০	১২	১৮	১
	২৬-৩০	১৭	৪	১	১১	০	০	১	১	৯	২১	১
	৩১-৩৫	৮	০	২	৭	০	০	০	০	৩	৮	২
	৩৫ উর্ধ্ব	১১	১	১	৬	১	০	২	১	৩	১৩	০
মোট		৪৭	১১	৬	২৭	৪	১	৩	২	২৭	৬০	৪
মোটের শতকরা হার		৭৩.৪	১৭.২	৯.৪	৪২.২	৬.২৫	১.৬	৪.৭	৩.১	৪২.২	৯৩.৮	৬.৩

সারণি ২: ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান

আপাতভাবে এই সারণি দেখে মনে হতে পারে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেরই ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে। কেননা, ৯৩.৮% জানিয়েছেন তাঁরা ভাষাবিজ্ঞান শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, অংশগ্রহণকারীদের ৭৩.৪% জানেন ভাষাবিজ্ঞানের অর্থ কী এবং ৪২.২% উল্লেখ করেছেন 'Linguistics' ভাষাবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উল্লেখ করা যায় এঁদের ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো প্রকৃত জ্ঞান নেই। এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায় যে, 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি জানেন এবং ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় তা অবগত আছেন এরূপ উত্তরদাতাদের মধ্যে ২০.৪% এর ব্যবধান রয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এই শব্দটির অর্থ কী তা-ও জানবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দটি জানা এবং অর্থ জানার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দৃশ্যমান। এই সূত্রেই বলা যায় যে, অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ৪২.২% 'Linguistics' শব্দটি উল্লেখ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা হিসেবে। এই উপাত্ত প্রমাণ করে যে ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত জনগোষ্ঠীর হার পঞ্চাশ শতাংশের নিচে।

ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক পরিধি

ভাষাবিজ্ঞান একটি প্রায়োগিক জ্ঞানশাখা। তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন তত্ত্বের প্রায়োগ ও এই সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের চাহিদা বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের সচেতনতা পর্যবেক্ষণের জন্য তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল : প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও বানান জ্ঞান

অর্জনে ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা কী; দ্রুত ও সফলভাবে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা কতখানি এবং ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের সম্পৃক্ততার স্বরূপ কী। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সারণি ৩ এ প্রদত্ত হল:

		বাংলা প্রমিত বানান ও উচ্চারণ					ভাষা শিক্ষণ			ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ		
		ব্যাপক	সাধারণ	স্বল্প	শূন্য	জানা নেই	ব্যাপক	সাধারণ	স্বল্প	শূন্য	হ্যাঁ	না
বয়স	২১-২৫	১১	৬	১	১	০	১৩	৫	০	১	১৭	২
	২৬-৩০	১৮	২	১	০	১	১৭	৩	০	২	২০	২
	৩১-৩৫	১০	০	০	০	০	১০	০	০	০	১০	০
	৩৫ উর্ধ্ব	১১	২	০	০	০	৯	২	১	১	১২	১
মোট		৫০	১০	২	১	১	৪৯	১০	১	৪	৫৯	৫
মোটের শতকরা হার		৭৮.১	১৫.৬	৩.১	১.৫	১.৬	৭৬.৬	১৫.৬	১.৬	৬.২	৯২.১	৭.৮১

সারণি ৩ : ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কিত সচেতনতা

সারণি ৩ থেকে দেখা যায় যে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৮.১% বলেছেন প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও বানান অর্জনে ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে; ৭৬.৬% এর মতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাপক এবং ৯২.২% মনে করেন ইংরেজি ভাষা শেখার চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের ইতিবাচক চাহিদা বিদ্যমান। এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞানের তুলনায় অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োগিক জ্ঞান অনেক বেশি। এই তথ্য থেকে আরেকটি মূল্যায়ন উপস্থাপন করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দবন্ধে 'ভাষা' অংশটি বিদ্যমান থাকায় ভাষার ব্যবহার ও ভাষার শেখার বিষয়ে এসব অংশগ্রহণকারী হয়তো ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের ভাষাবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে সচেতনতার পর্যায় অনেক নিম্ন। এই বক্তব্যের পক্ষে বলা যায় যে, যেহেতু এই সকল উত্তরদাতাদের অধিকাংশের ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে সেহেতু এর প্রয়োগ সম্পর্কিত সচেতনতার হার স্বল্প হওয়াই স্বাভাবিক।

ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

ভাষাবিজ্ঞানের জ্ঞানের সুফল পেতে এবং আমাদের দেশে এই জ্ঞানশাখার প্রসার ঘটাতে হলে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকেই অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজন কতটুকু সেই সম্পর্কে জানতে চাওয়া

হয়েছিল। এই সচেতনতার মাত্রা অনুধাবনের ক্ষেত্রে দুটি দিক বিবেচনা করা হয়। এর একটি হল ভাষা বিষয়ক গবেষণার সাধারণ প্রেক্ষাপট এবং অপরটি হল এর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। ৬৪ জন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রাপ্ত উপাত্ত নিচের স্তম্ভলেখে দেখানো হল:

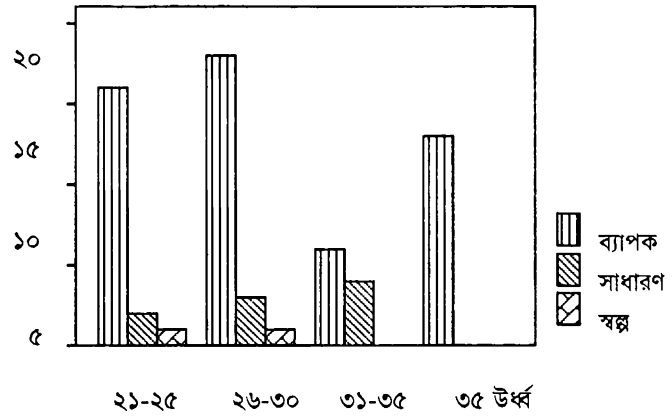

স্তম্ভলেখ ১ : ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত অভিমত

এই স্তম্ভলেখে উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সব বয়সের অংশগ্রহণকারীই ভাষা বিষয়ক গবেষণার পক্ষে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন ভাষা বিষয়ক গবেষণার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। লক্ষণীয় যে, ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক গবেষণার পক্ষে মত থাকলেও তাঁদের কেউ কেউ এই বিষয়ক গবেষণার গুরুত্ব সাধারণ বা স্বল্প বলে মনে করেন। কিন্তু ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সী অংশগ্রহণকারীদের কেউই ভাষা বিষয়ক গবেষণার গুরুত্ব স্বল্প বলে মনে করেন না। বরং তাঁদের মতে এই ধরনের গবেষণার গুরুত্ব ব্যাপক বা সাধারণ। এই স্তম্ভে আরও লক্ষ করা যায় যে, ৩৫ উর্ধ্ব বয়সের অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে মনে করেন যে, এই গবেষণার গুরুত্ব ব্যাপক। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। প্রকৃতপক্ষে ৩৫ উর্ধ্ব বয়সে বাংলাদেশের পেশাজীবীরা তাঁদের কর্মস্থলে স্থিতিশীল হতে শুরু করেন। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, কর্মজীবনে অভিজ্ঞতা অর্জনের ধারাবাহিকতায় তাঁদের মধ্যে ভাষা বিষয়ক সচেতনতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি জাগে। উল্লেখ্য যে, এই সচেতনতা বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষা সাপেক্ষ কি না তা এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। তবে, বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা প্রয়োগের যে আবশিকতা রয়েছে তা সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ বিশেষভাবে সচেতন বলে অনুমান করা যায়।

ভাষা বিষয়ক গবেষণার আন্তর্জাতি প্রেক্ষাপট কীরূপ সে বিষয়ে উত্তরদাতাদের সচেতনতা আছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব কতখানি। তাঁদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত স্তম্ভলেখ ২ এ উপস্থাপিত হল :

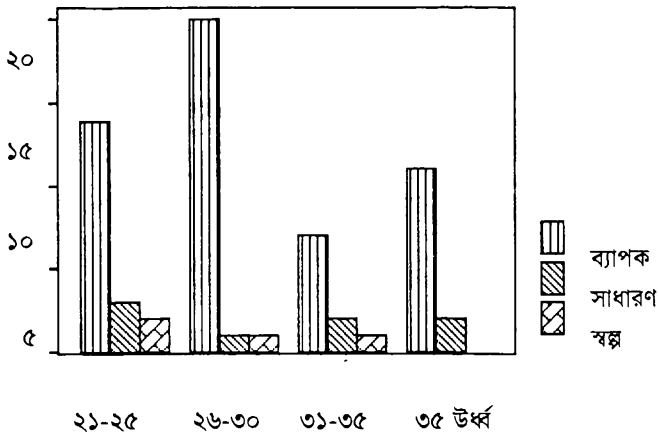

স্তম্ভলেখ ২ : আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কিত অভিমত

উপর্যুক্ত স্তম্ভে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কিত অভিমত অংশগ্রহণকারীদের বয়স অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। এই স্তম্ভ থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন বয়সের অংশগ্রহণকারীদের অনেকের কাছেই এই বিষয়টি স্পষ্ট যে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। তবে অন্যান্য বয়স শ্রেণীর তুলনায় ২৬-৩০ বয়স সীমার বাংলাদেশীদের মধ্যে এই বিষয়ক সচেতনতা বেশি। প্রকৃতপক্ষে এই বয়সসীমার বাংলাদেশীদের মধ্যে সাধারণত বিদেশ গমনের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি (চাকুরি কিংবা অভিবাসনের জন্যে)। আর এই কারণে তাঁদেরকে বিভিন্ন ভাষা (ইংরেজি, আরবি, জাপানি, কোরিয়ান ইত্যাদি) শিখতে হয়। এই থেকে অনুমান করা যায় যে, ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের সম্পৃক্ততার কারণেই তারা ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করেন।

গবেষণা পরিচালনার অংশ হিসেবে দুটি অনুকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সংগৃহীত উপাত্ত এবং এইসব উপাত্তের মূল্যায়নের মাধ্যমে বলা যায় যে, অনুমিত অনুকল্প দুটি সঠিক। উপাত্ত মূল্যায়নের আলোকে দাবী করা যায় যে, বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণভাবে ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতার মাত্র প্রকৃতপক্ষেই স্বল্প। তবে, পেশাজীবীদের মধ্যে এই সচেতনতার হার অধিক। সুতরাং গবেষণার দ্বিতীয় অনুকল্পটিও এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়।

এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য এবং এসব তথ্য বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক সচেতনতার পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিছু প্রাসঙ্গিক সুপারিশ উপস্থাপন করা যেতে পারে: ১) বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা শিক্ষা (প্রধানত বাংলা এবং ইংরেজি) আবশ্যিক। সুতরাং ভাষা শিক্ষায় ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির আধুনিকতম প্রয়োগ ঘটানো বাঞ্ছনীয়। ২) ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পাবলিক এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ৩) বাংলাদেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত বিষয়রূপে ভাষাবিজ্ঞান গৃহীত হওয়া উচিত। ৪) ভাষা

বিষয়ক গবেষণার স্বার্থে বাংলাদেশের ভাষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, বাংলা একাডেমী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটের মধ্যে পারস্পরিক এবং সুদৃঢ় সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। ৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ যেহেতু বাংলাদেশের একমাত্র ভাষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেহেতু একে অবলম্বন করেই জাতীয় ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন কাম্য। ৬) বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রসারে বিশেষত এই জ্ঞানশাখা বিস্তারের অবকাঠামো নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৭) বাংলাদেশের ভাষা গবেষকগণ যেন বহির্বিশ্বের আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করবার কোনো বিকল্প নেই। ৮) বাংলাদেশে বাংলা ছাড়াও যে সকল সংখ্যালঘু ভাষা প্রচলিত আছে তাদের উন্নয়নেও আরও কার্যকর পদক্ষেপ ও গবেষণা প্রয়োজন। ৯) সর্বোপরি মানবসম্পদ রপ্তানি বাংলাদেশের অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচক হওয়ায় বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে ভাষা চর্চা তথা ভাষাবিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো একান্ত আবশ্যক। কেননা, একজন বিদেশগমন প্রত্যাশী ব্যক্তির দক্ষ হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান শর্ত উপযুক্ত ও যথাযথভাবে সে দেশের ভাষাজ্ঞান অর্জন।

উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী এবং এই দেশের নীতি নির্ধারণী গোষ্ঠী এগিয়ে এলেই বাংলাদেশে ভাষাবিজ্ঞানের যথাযথ এবং ধারাবাহিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তার সঠিক অনুধাবন এবং জাতীয় স্বার্থে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১ "The field of linguistics, the scientific study of human natural language, is a growing and exciting area of study, with an important impact on fields as diverse as education, anthropology, sociology, language teaching, cognitive psychology, philosophy, computer science, neuroscience and artificial intelligence among others." Akmajian, Adrian. et al. ().*Linguistics: An introduction to Language and Communication*. London: The MIT press, p. 5.

২ "The overlapping interests of linguistics and other disciplines has led to the setting up of new branches of the subject in both pure and applied contexts, such as anthropological linguistics, biolinguistics, clinical linguistics, computational linguistics, educational linguistics, ethno linguistics, mathematical linguistics, neurolinguistics, philosophical linguistics, psycholinguistics, Sociolinguistics, Statistical linguistics." Crystal, David.(1985). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Basil Blackwell Ltd. p. 182.

৩ 'বাঙলা ভাষাততত্ত্বের সূচনাই হয়েছিলো বাঙলাদেশে— ভাওয়ালে..., কিন্তু পরে ভাষাতত্ত্বের কেন্দ্ররূপে দেখা দেয় কলকাতা।...কিন্তু সাতচল্লিশের পর পশ্চিম বাঙলা আবর্তিত হ'তে থাকে কালাতিক্রান্ত

ভাষাতত্ত্বে। ষাটের দশকে ঢাকায় সূত্রপাত হয় আধুনিক ভাষাতত্ত্বের, যদিও খণ্ডিতরূপে। এর পরের বছরগুলোতে দেখা যায় কলকাতার মুক্তি ঘটেনি, কিন্তু ঢাকা এগিয়ে গেছে, আয়ত্ত করেছে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রণালীপদ্ধতি; এবং এখন নতুন তাত্ত্বিক কাঠামোতে বাঙলা ভাষা বিশ্লেষিত হয় এখানেই। কিন্তু সব মিলিয়ে উভয় অঞ্চলের অবস্থাই গরিব।' হুমায়ূন আজাদ। (১৯৮৪)। *বাঙলা ভাষা প্রথম খণ্ড*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী। পৃ. নব্বই

৪ "Functional communication involving the language code occurs when people undertake language-related tasks to accomplish specific goals— to inform others, to ask for information, to get things done. The use of language is thus a special instance of intentional actions. The ability to use the language code to accomplish one's goals confers enormous advantages upon an individual, and upon the human species as a whole." Caplan, David.(1999). *Language : Structure, Processing, and Disorders*. The MIT press, p. 3.

৫ "Everyone, in every walk of life, is concerned with language in a practical way, for we make use of it in virtually everything we do. For the most part of our use of language is so automatic and natural that we pay no more attention to it than we do to our breathing or to the beating of our hearts." Hocket, Charles F. (1970). *A Course in Modern Linguistics*. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. p. 1.

৬ দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এই অসাধারণ শৃঙ্খলাটি (ভাষাবিজ্ঞান বিষয় অর্থে) শুধু যে সাধারণভাবে অজ্ঞাত তা-ই নয়, চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত এই শৃঙ্খলাটির যথার্থ সুফল থেকেও আমরা বঞ্চিত। ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে বাংলা একটি উন্নতমানের ভাষা। মহাম্মদ দানীউল হক। (২০০২)। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা* । ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স। পৃ. ১১

৭ অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। (২০০৮, ফেব্রুয়ারি)। 'ভাষা-প্রযুক্তি ও বাংলা ভাষা'। *সাপ্তাহিক ২০০০*, ১০(৪১), ৬৮-৭০।

৮ তথ্যসূত্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ কার্যালয়ে সংরক্ষিত নথি।

৯ তথ্যসংগ্রহে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান করেছেন মিসেস আফরোজা ইয়াসমীন (খণ্ডকালীন শিক্ষক, ইডেন কলেজ), মিস শারমিন সুলতানা (খণ্ডকালীন শিক্ষক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ) ও ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সাইফিন রুবাইযাত, সৈয়দ মাসুম বিল্লাহ, আল মামুন এবং নাঈমা শারমিন।